গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.most.gov.bd

নং-৩৯.০১২.০২২.০১.০০.০০১.২০১০-

তারিখঃ ১২-০৫-২০১৩

বিষয়ঃ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (National Sceince and Technology-NST) ফেলোশিপ নীতিমালা-২০১৩

১.০. ফেলোশিপের নামঃ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ।

২.০. ফেলোশিপের উদ্দেশ্যাবলীঃ

২.১. ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় এবং গবেষণায় উৎসাহ প্রদান ;

২.২. যথাযথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী /গবেষকদের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা ;

২.৩. যথাযথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনসমষ্টি তৈরী করা ;

২.৪. বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের গবেষণায় উৎসাহিত করা ;

২.৫. দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ প্রদান করা ;

২.৬. স্থানীয় ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে উৎসাহ প্রদান করা ; এবং

২.৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।

৩.০. ফেলোশিপ কর্মসুচীর ব্যবস্থাপনা ঃ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST)ফেলোশিপ কর্মসুচীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণভার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ মন্ত্রণালয় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ এর পরামর্শক্রমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ফেলোশিপ প্রদান ও আর্থিক বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান /গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকবে। ফেলোশিপ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী /গবেষক সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। প্রেরিত প্রতিবেদন এবং গবেষণা প্রবন্ধ ও সেমিনারের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শক্রমে ফেলোশিপের নবায়ন অথবা অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে অথবা অসদাচরণের অভিযোগে সরকার যে কোন সময় ফেলোশিপ বাতিল করতে পারবে। তাছাড়া ফেলোদের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা /মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠান করতে পারবে এবং এতে গবেষণা সমাপ্ত করেছেন এরূপ ফেলোগণ অংশগ্রহণ করবেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় একটি বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়নের মাধ্যমে ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

৩. ফেলোশিপ কর্মসূচীতে গবেষণার বিষয়সমুহঃ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফেলোশিপ দেয়া হবেঃ

৪.১. ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ন্যানোটেকনোলজী ও লাগসই প্রযুক্তি বিষয়সমূহ;

৪.২. জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান;

৪.৩. খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান;

উল্লেখিত ক্ষেত্রসমুহে জাতীয় প্রয়োজন ও উৎপাদনমুখী ফলিত গবেষণার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। বিভিন্ন সংস্থা জাতীয় চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ করবেন এবং সেসব ক্ষেত্রে ফেলোশিপ গ্রহণের জন্য প্রার্থীকে উৎসাহিত করবেন। ফেলোশিপ প্রদানের জন্য গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ বৃদ্ধি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ফেলোশিপের অর্থ যৌক্তিকভাবে বন্টন করতে হবে।

৫.০. ফেলোশিপের শ্রেণী ও মাসিক ভাতার হারঃ

৫.১. লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপ, মাসিক-৪,৫০০/-টাকা

৫.২. সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এম,এস) ঃ মাসিক ৪,৫০০/- টাকা।

৫.৩. সাধারণ ফেলোশিপ-২ (এম,ফিল) ঃ

৫.৩.১. ১ম বছর মাসিক ৫,৭০০/- টাকা।

৫.৩.২. ২য় বছর মাসিক- ৮,২৫০/- টাকা ।

৫.৪. ঊর্ধ্বতন ফেলোশিপ (পিএইচডি)ঃ

৫.৪.১. ১ম বছর মাসিক -২৫,০০০/- টাকা ।

৫.৪.২. ২য় বছর মাসিক- ২৫,০০০/- টাকা ।

৫.৪.৩. ৩য় বছর মাসিক- ২৫,০০০/- টাকা ।

৫.৫. পোষ্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপঃ মাসিক- ৩০,০০০/-টাকা।

৬.০. ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের ফেলোশিপের জন্য সাধারণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্তাবলীঃ

অন্য কোন সরকারী /স্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ / অনুদান গ্রহণ করেন না এরূপ বাংলাদেশের নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ-৪.০ এ উল্লেখিত কোন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে অধ্যয়নরত/গবেষণারত থাকলে সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরীর সাধারণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সাপেক্ষে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য আবেদন করার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

৬.১. লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপঃ

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে/ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ইনষ্টিটিউট এর অধীনে লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ হতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী অথবা

রকার কর্তৃক অনুমোদিত বৃত্তিমূলক ইনষ্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত অথবা লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নে বিশেষ স্বোপার্জিত কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে।

বয়সঃ অনুর্দ্ধ ৩০ বছর ।

৬.২. সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এম,এস)ঃ

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে (গবেষণা/থিসিস গ্রুপে) অধ্যয়নরত /গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীগণ এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে । সাধারণ ফেলোশিপ-১ এর জন্য এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি উভয় পরীক্ষায় GPA -৪.৫ / প্রথম বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে-CGPA ৩.২ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA-৪.০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণী/ সমমান হতে হবে । তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২-০৬-২০০৯ তারিখের নং-শিম/শা-১১/৫-২(অংশ)/৫৮২ নং প্রজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে ২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ সনের এস,এস,সি বা সমমান এবং ২০০৩ সনের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রে GPA -৪.০ বা তদুর্ধকে বিবেচনা করা হবে ।

বয়সঃ অনুর্দ্ধ ৩০ বছর ।

৬.৩. সাধারণ ফেলোশিপ-২ (এম,ফিল) ঃ

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম,ফিল সমমান শ্রেণীতে (গবেষণা/থিসিস গ্রুপে) অধ্যয়নরত /গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীগণ এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে । সার্বক্ষণিক সাধারণ ফেলোশিপ-২ এর জন্য এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি উভয় পরীক্ষায় GPA -৪.৫ / প্রথম বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে-CGPA ৩.২ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA-৪.০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণী/ সমমান হতে হবে।

বয়সঃ অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর ।

৬.৪. **উর্ধ্বতন** ফেলোশিপ (পিএইচডি) ঃ

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/ গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীগণ এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। ফেলোশিপের জন্য এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি উভায় পরীক্ষায় GPA -৪.৫ / প্রথম বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে-CGPA ৩.২ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA-৪.০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণী/ সমমান হতে হবে।

বয়সঃ অনুর্ধ্ব ৪৫ বছর ।

৫. পোষ্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপঃ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডিধারী কোন গবেষক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোষ্ট ডক্টোরাল গবেষণারত থাকলে তিনি এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

বয়সঃ অনুর্ধ্ব ৫২ বছর।

৬.৬. ইতোপূর্বে ফেলেশিপপ্রাপ্ত হন নাই বা আবেদন করেন নাই এমন এম, ফিল কোর্সে সার্বক্ষণিক অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী /গবেষকগণ আবেদন করলে অনুচ্ছেদ-৬.৩ এবং ৯.২ এ বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা যাবে।

৬.৭. ইতোপূর্বে ফেলেশিপপ্রাপ্ত হন নাই বা আবেদন করেন নাই এমন পিএইচডি কোর্সে সার্বক্ষণিক অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী /গবেষকগণ আবেদন করলে অনুচ্ছেদ-৬.৪ এবং ৯.৩ ও ৯.৪ এ বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ২য় / ৩য় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা যাবে। তবে কোন ছাত্র-ছাত্রী/ গবেষককে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হলে অনুচ্ছেদ-৬.৪ এবং ৯.৪ এ বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ৩য় বছরের জন্য তার ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে।

৭.০. সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে চাকুরিজীবী প্রার্থীদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্তাবলীঃ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম,ফিল/ পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত/ গবেষণারত সরকারী/ আধা- সরকারী / স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকুরিজীবীগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শুধুমাত্র সাধারণ ফেলোশিপ-২ / উদ্ধর্তন ফেলোশিপ/ পোষ্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। চাকুরিজীবী প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও সাধারণ ফেলোশিপ-২ এবং উদ্ধর্তন ফেলোশিপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। তাছাড়া যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধ্যয়নের অনুমতি/ ছুটি /প্রেষণ মঞ্জুর সংক্রান্ত. অনুমোদন থাকতে হবে। বয়সঃ সাধারণ ফেলোশিপ-২ ও উর্ধ্বতন ফেলোশিপের জন্য বয়স অনূর্ধ্ব ৪৮ বছর এবং পোষ্টডক্টোরাল ফেলোশিপের জন্য বয়স অনূর্ধ্ব ৫০ বছর।

৮.০. ফেলোশিপের মেয়াদঃ

৮.১. লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপ এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর হবে।

৮.২. সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এম,এস) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর হবে।

৮.৩. সাধারণ ফেলোশিপ-২ (এম,ফিল) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ বছর হবে।

৮.৪. উর্ধ্বতন ফেলোশিপ (পিএইচডি) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ বছর হবে।

৮.৫. পোষ্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ এর মেয়াদ সাধারণভাবে ৬ মাস হবে। তবে বিশেষক্ষেত্রে তা ১ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৮.৬. উক্ত ফেলোশিপসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না।

৯.০. ফেলোশিপ নবায়নঃ

৯.১. লাগসই প্রযুক্তি ফেলোশিপ এবং সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এম,এস) নবায়ন করা যাবে না।

৯.২. সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাধারণ ফেলোশিপ-২ নবায়ন করা যাবে। দুই বছর মেয়াদী এম, ফিল/সমমান শ্রেণীতে (গবেষণা (থিসিস গ্রুপে) ১ম বছরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/ গবেষকদের ১ম বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা অথবা ১ম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ কমিটির সুপারিশক্রমে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে।

৯.৩. সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে। পিএইচডি ১ম বছরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/ গবেষকদের ১ম বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা অথবা ১ম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ কমিটির সুপারিশক্রমে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে।

৯.৪. পিএইচডি ২য় বছরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/ গবেষকদের ১ম দুই বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা, দেশী/বিদেশী পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্ণালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ এবং ফেলোশিপ কমিটির সুপারিশক্রমে ৩য় বছরের জন্য ফেলোশিপ্ নবায়ন করা যাবে। যে সকল ফেলো/ গবেষক এম,ফিল লিডিং টু পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত তাঁদের ক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্তানুসারে ৩য় বছরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে।

৯.৫. পোষ্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষককে ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে (বিশেষ ক্ষেত্রে) তত্তাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ছয় মাসের গবেষণা কর্মের সন্তোষজক অগ্রগতির সপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করতে হবে।

৯.৬ ফেলোশিপ প্রাপ্ত কোন শিক্ষার্থী তার ফেলোশিপ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় থেকে সর্বোচ্চ প্রাপ্য সময় সীমা পর্যন্ত না পেয়ে থাকলে যদি তার গবেষণা কার্যক্রম চলতে থাকে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করলে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে ঐ ফেলোশিপ হিসাবে দেয় সর্বোচ্চ সীমা যেটি কম হয়, সে পর্যন্ত তাকে ফেলোশিপ দিতে পারবে।

১০.০. ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহবান ও জমা প্রদানের পদ্ধতিঃ

১০.১. আবেদন আহবানঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ফেলোশিপ প্রদানের জন্য যে অর্থ বছরে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে তার পুর্বের অর্থ বছরেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ০২ (দুই)টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী) এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে আবেদনপত্র আহবান করবে।

১০.২. আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদানঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমে, ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরম ও সংযুক্তির নমুনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করে অথবা সরাসরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগ্রহ করা যাবে।

১০.৩. আবেদনপত্র গ্রহণঃ বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে আবেদন ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রণালয়ে পৌছাতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পরে প্রাপ্ত কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

১১.০. আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবেঃ

১১.১. সামপ্রতিক তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

১১.২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত অনুলিপি (সনদ ও মার্কসীট) আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

১১.৩. বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ভর্তির রশিদ সংযুক্ত করতে হবে।

১১.৪. "আবেদনকারী একজন সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থী/ গবেষক" এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা /গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। প্রত্যয়নপত্রে বিভাগীয় প্রধানের পুরো নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে।

১১.৫. তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি দাখিল করতে হবে। অনুলিপিতে তত্ত্বাবধায়কের নাম,প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে।

১১.৬. সরকারী/বেসরকারী সকল প্রার্থীকে "অন্য কোন সরকারী / স্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত শিক্ষা/ গবেবষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না" মর্মে ৩০০(তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণা দিতে হবে।

১১.৭. সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/বিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরিজীবীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষা/ গবেষণার অনুমতিপত্র/শিক্ষা ছুটি/ প্রেষণ মঞ্জুর সংক্রান্ত পত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।

১১.৮. পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রণপত্র (Invitation Letter) আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

১২.০. ফেলোশিপ নবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবেঃ

১২.১. ফেলোশিপপ্রাপ্ত এম,ফিল / পিএইচডিতে অধ্যয়নরত /গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণের ২য় বছরে ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারী পত্রের অনুলিপি (ii) ১ম বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন (iii)তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল বিবরণী আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১২.২. ফেলোশিপপ্রাপ্ত পিএইচডিতে অধ্যয়নরত /গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণ ৩য় বছরে ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারী পত্রের অনুলিপি (ii) ১ম দুই বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন (iv)এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা (v)দেশী/বিদেশী পিয়ার রিভিউ (Peer Review) জার্ণালে (অনলাইন জার্ণাল ব্যতিত) এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনা আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১২.৩. পোষ্টডক্টোরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষককে ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে (বিশেষ ক্ষেত্রে) তত্তাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ছয় মাসের গবেষণা কর্মের সন্তোষজক অগ্রগতির সপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করতে হবে।

১৩.০. ফেলো নির্বাচন পদ্ধতিঃ

আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রস্তাবিত প্রকল্পের জাতীয় প্রয়োজন ও উৎপাদনমূখীতার গুরুত্ব এবং সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই/সুপারিশ করা হবে। এ লক্ষ্যে গঠিত নির্বাচন কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে নির্বাচন করবেন। নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ফেলোশিপ প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৪.০. ফেলোশিপ কমিটিঃ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপের আবেদন যাচাই/বাছাই করার জন্য নিম্নলিখিতভাবে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠণ করতে হবে ঃ

(১)	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক	-	আহবায়ক
(২)	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক	-	সদস্য
(৩)	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক	-	সদস্য
(৪)	উপ-বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, শাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-		সদস্য-সচিব।

১৫.০. ফেলোশিপের মূল্যায়ন ও চুড়ান্ত প্রতিবেদন পেশের সময়সীমাঃ

১৫.১. মূল্যায়ন প্রতিবেদনঃ

প্রতি ০৬ (ছয়)মাস অন্তর ফেলোগণকে তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি কিস্তির বিলের সাথে সংযুক্ত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

১৫.২. সমাপনী প্রতিবেদনঃ

ফেলোগণ গবেষণা সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে তাঁর তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করবেন । প্রতিবেদনের সাথে সফট কপিসহ (Soft Copy) থিসিস/গবেষণাপত্র (Thesis / Dissertation) এর একটি কপি মন্ত্রণালয়ে জমা দিবেন । সফট কপিসহ (Soft Copy) চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও থিসিস/গবেষণাপত্র (Thesis / Dissertation) কপি মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত অর্থ সরকারকে ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

১৫.৩. সেমিনার / কর্মশালা / মূল্যায়ন সভাঃ

ফেলোগণের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধজ্ঞান বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা /মূল্যায়ন সভার আয়োজন করবে । উক্ত সেমিনার/কর্মশলা / মূল্যায়ন সভায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এরূপ ফেলোদের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ফেলোগণ অংশগ্রহণ করবেন । অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ফেলো/ফেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন ।

১৬.০. ফেলোশিপের ভাতা প্রাপ্তিঃ

শুধুমাত্র চেকের মাধ্যমে নির্বাচিত ফেলোগণকে ভাতা প্রদান করা হবে । নিয়োগপ্রাপ্ত ফেলোগণ নিয়োগপত্রের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে ও নিয়মে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ষান্মাসিক ভিত্তিতে বিল দাখিল করবেন । প্রতি অর্থ বছরে ০২(দুই) কিস্তিতে বিল দাখিলের ভিত্তিতে ফেলোদের ফেলোশিপ ভাতা চেক মারফত পরিশোধ করা হবে।

১৭.০. বিবিধঃ

১৭.১. অনেক ক্ষেত্রে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অন্যত্র চলে যাওয়ায় ফেলোগণ কাজের গতি হারিয়ে ফেলেন বা কাজের অগ্রগতি বিঘ্নিত হয় । এ অবস্থায় একই প্রতিষ্ঠানকে নুতন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অথবা ফেলোগণ এ ক্ষেত্রে গবেষণার স্বার্থে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নুতন তত্ত্বাবধায়ক গ্রহণ করতে পারবেন । অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ফেলোর ফেলোশিপ বাতিল করা হবে ।

১৭.২. কোন কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চালানো প্রয়োজন হতে পারে । এ অবস্থায় ফেলোর প্রধান তত্ত্বাবধায়কসহ একাধিক সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক থাকতে পারবে ।

১৭.৩. ফেলোশিপের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পুর্বে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ফেলোশিপ পরিত্যাগ করলে(কো প্রতিবেদন না দিয়ে) অথবা ফেলোশিপ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ সরকার কর্তৃক প্রদ সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরৎ দিতে সংশ্লিষ্ট ফেলো বাধ্য থাকবেন ।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিএইচডি)
সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়